প্রথম আলো
Date:22-06-2015 Page 12, Col 4-5 size: 12 col*inc

টুজির গতিতে থ্রিজি ইন্টারনেট দিচ্ছে টেলিটক

আশরাফুল ইসলাম ●

রাষ্ট্রায়ত্ত মোবাইল ফোন অপারেটর টেলিটক নির্ধারিত গতিতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা দিচ্ছে না। জাতীয় ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট নীতিমালা অনুযায়ী, তৃতীয় প্রজন্মের (থ্রিজি) ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবার গতি হতে হবে কমপক্ষে এক এমবিপিএস বা এক হাজার কেবিপিএস। অথচ ঘোষণা দিয়েই টেলিটক ৫১২ এমনকি ২৫৬ কেবিপিএস গতিতে গ্রাহকদের ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট-সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

ইন্টারনেটের গতি নির্ধারণে প্রতি সেকেন্ডে কী পরিমাণ ডেটা ডাউনলোড হয় সেটিকে বিবেচনা করা হয়। টেলিটকের থ্রিজি ইন্টারনেট প্যাকেজগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, নীতিমালা না মেনেই ২৫৬ ও ৫১২ কেবিপিএস গতির থ্রিজি ইন্টারনেট প্যাকেজ বিক্রি করছে সংস্থাটি।

আবার টেলিটকের এক এমবিপিএস বা এর বেশি গতির ইন্টারনেট প্যাকেজের দামও বেসরকারি অপারেটরদের চেয়ে বেশি। বর্তমানে এক এমবিপিএস গতিতে ৩০ দিন মেয়াদে টেলিটকের এক গিগাবাইট (জিবি) ইন্টারনেটের মূল্য ৩২০ টাকা। অথচ একই গতিতে বেসরকারি মোবাইল ফোন অপারেটরদের প্যাকেজ মূল্য ১৯৯-২৭৫ টাকা। টেলিটকের দুই জিবি প্যাকেজের দাম যেখানে ৪২৫ টাকা, গ্রামীণফোনের একই প্যাকেজের মূল্য ৩৫০ টাকা। দুই এমবিপিএস গতিতে টেলিটকের ১০ জিবি ডেটার দাম ২ হাজার ২০০ টাকা, আর গ্রামীণফোনের একই প্যাকেজের দাম দুই হাজার টাকা।

এক এমবিপিএসের কম গতির ইন্টারনেটকে কেন থ্রিজি ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বলা হচ্ছে—জানতে চাইলে টেলিটকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) গিয়াস উদ্দিন আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমাদের ইন্টারনেট সেবার গতির ক্ষেত্রে যেটি উল্লেখ থাকে, সেটিই পেয়ে থাকেন গ্রাহক। অন্য অপারেটরদের মতো এক গতি বলে আরেক গতিতে ইন্টারনেট দেওয়া হয় না।'

নীতিমালায় থ্রিজি ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের সর্বনিম্ন এক এমবিপিএস গতির বিষয়টি সম্পর্কে অবগত নন বলে জানান টেলিটকের এমডি।

বেসরকারি অপারেটরের গ্রাহকেরা অব্যবহৃত ডেটা ফেরত পান। তবে টেলিটক ইন্টারনেটের প্যাকেজ শেষ হলে আগের প্যাকেজের অব্যবহৃত অংশ পরে আর যোগ হয় না বলে অভিযোগ করেছেন বেশ কয়েকজন গ্রাহক। তেজকুনিপাড়ার এ কে এম আবদুল আউয়াল বলেন, 'অধিকাংশ সময়েই আমি প্যাকেজের নির্দিষ্ট ডেটা পুরো ব্যবহার করি না। কিন্তু মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে পরের প্যাকেজে তা আর যোগ হয় না।' টেলিটক ইন্টারনেটের ডাউনলোড গতি নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) নীতিমালা অনুযায়ী, কোনো ইন্টারনেট প্যাকেজের ডেটা নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবহার না হয়ে থাকলে অব্যবহৃত ডেটা পরের প্যাকেজে যোগ হবে।

সবার আগে থ্রিজি সেবা দেওয়া শুরু করলেও এখনো অনেক জায়গায় টেলিটকের নেটওয়ার্কই নেই। এমনকি রাজধানী ঢাকার অনেক জায়গাতেই থ্রিজি না পাওয়ার অভিযোগ আছে। যাত্রাবাড়ীর আলিম জামান বলেন, ঢাকাতেই অনেক সময় টেলিটক মোবাইলে তিনি টুজি ইন্টারনেটের 'ই' সংকেত পান। অথচ থ্রিজি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী হিসেবে তাঁর সব জায়গাতেই 'এইচ প্লাস' পাওয়ার কথা।

বণিক বার্তা

Date22-06-2015 Page: 03 Col 1-3 Size:15 Col* Inc

সোস্যাল কমার্সের পরিসর বাড়ছে

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

বৈশ্বিক অনলাইন খুচরা বিক্রয় খাতে সোস্যাল মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অবদান এখনো কম। কিন্তু সংশ্লিষ্ট খাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর প্রভাব বাড়ছে উল্লেখযোগ্য হারে। ফলে অনলাইন খুচরা বিক্রয় খাতে সোস্যাল কমার্সের প্রভাব উপেক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এছাড়া অন্যান্য অনলাইন প্লাটফর্মের তুলনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকেন্দ্রিক খুচরা বিক্রির পরিমাণ দ্রুতগতিতে বাড়ছে। খবর বিজনেস ইনসাইডার।

ইন্টারনেট সেবার প্রসার ও স্মার্টফোন ডিভাইসের সহজলভ্যতার কারণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর ব্যবহারকারী বাড়ছে উল্লেখযোগ্য হারে। আর ক্রমবর্ধমান গ্রাহকের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী সেবা সরবরাহে অনেক সামাজিক মাধ্যম এখন সোস্যাল কমার্স সেবা চালু করছে নিজেদের সাইটের মাধ্যমে; যা অনলাইন খুচরা বিক্রয় খাতে এ মাধ্যমগুলোর গুরুত্ব বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

অনলাইন খুচরা বিক্রেতাদের বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান ইন্টারনেট রিটেইলারস। এটি সোস্যাল কমার্সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শীর্ষ ৫০০টি খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করেছে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটির প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৪ সালে খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকেন্দ্রিক সোস্যাল কমার্স খাত থেকে আয় করেছে ৩৩০ কোটি ডলার; যা বৈশ্বিকভাবে ২০১৩ সালের তুলনায় ২৬ শতাংশ বেড়েছে। সোস্যাল কমার্সের এ প্রবৃদ্ধিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন ইন্টারনেট রিটেইলারসের বিশ্লেষকরা। এছাড়া সামগ্রিকভাবে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ই-কমার্স বাজারে সোস্যাল কমার্সের প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ১৬ শতাংশ।

সোস্যাল কমার্সের পরিধি বাড়াতে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে একাধিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। সামাজিক নেটওয়ার্কিংয়ের পাশাপাশি সোস্যাল কমার্সকে খুচরা বিক্রেতাদের ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে কাজ করছেন সংশ্লিষ্টরা; যা অদূর ভবিষ্যতে সামাজিক মাধ্যমকেন্দ্রিক খুচরা বিক্রয় বৃদ্ধির পাশাপাশি এ মাধ্যমগুলোর সঙ্গে মানুষের সম্পৃক্ততা আরো বাড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এছাড়া সম্প্রতি অনলাইন খুচরা বিক্রয় খাতে সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব নিয়ে একটি নতুন প্রতিবেদন প্রকাশ করে বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান বিআই ইন্টেলিজেন্স। এ প্রতিবেদনেও একই ধরনের তথ্য বেরিয়ে আসে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, সামাজিক যোগাযোগের একাধিক সাইট এখন 'বাই বাটন' চালু করেছে। এ সেবার মাধ্যমে কখনো সরাসরি পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা পাচ্ছেন ব্যবহারকারীরা। অনেক সময় গ্রাহকদের খুচরা বিক্রেতাদের ওয়েবসাইটে রিডিরেক্ট করার মাধ্যমে সোস্যাল কমার্স সেবা দিচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো। গড় ক্রয়াদেশ ও সংশ্লিষ্ট খাত থেকে আসা রাজস্ব আয়ের ওপর ভিত্তি করে শীর্ষস্থানীয় সামাজিক মাধ্যমগুলোর একটি তালিকা প্রকাশ করেছে বিআই ইন্টেলিজেন্স।

> ২০১৪ সালে খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকেন্দ্রিক সোস্যাল কমার্স খাত থেকে আয় করেছে ৩৩০ কোটি ডলার

অন্যান্য অনলাইন চ্যানেলের তুলনায় সামাজিক মাধ্যমকেন্দ্রিক সোস্যাল কমার্সের পরিধি বাড়ছে দ্রুতগতিতে। গত বছরের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে ই-কমার্স খাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর দখল বেড়েছে প্রায় ২০০ শতাংশ। সোস্যাল কমার্স খাতে সাফল্য অর্জনের জন্য খুচরা বিক্রেতাদের মোবাইল ডিভাইসকেন্দ্রিক ই-কমার্সের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে প্রতিবেদনে। কেননা ডেস্কটপ সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের তুলনায় মোবাইল ব্যবহারকারীরা কোনো ব্র্যান্ড বা ব্র্যান্ড-সংশ্লিষ্ট খুচরা বিক্রেতাদের পোস্ট তুলনামূলক কম শেয়ার করে।

সোস্যাল কমার্স প্লাটফর্মে আধিপত্য বিস্তারের দিক থেকে এগিয়ে রয়েছে শীর্ষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক। এ খাতে মোট বিক্রির ৫০ শতাংশ হয় ফেসবুকের প্রভাবে। এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি বাজারে বাই বাটন সেবা চালু করেছে সাইটটি।

অল্প সংখ্যক ব্যবহারকারী নিয়েও সোস্যাল কমার্স খাতের একটা বড় অংশ দখল করে আছে পিন্টারেস্ট। এ খাতের ১৬ শতাংশের রাজস্বের জন্য দায়ী এ প্রতিষ্ঠান। সংশ্লিষ্ট খাতে মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে। তবে অবস্থার পরিবর্তনে কাজ করছেন সংশ্লিষ্টরা।

সংবাদ
Date:12-06-2015 Page 12 Col 6-8 Size:16 Col*Inc

ই-টিকেটিং সেবা চালু করল রবি

তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিবেদক

মোবাইলফোন অপারেটর রবি আজিয়াটা লিমিটেড বিডিটিকেটস ডটকম নামে প্রিমিয়াম ই-টিকেটিং সেবা চালু করেছে। এর মাধ্যমে কোন রকম ভোগান্তি ছাড়াই গ্রাহকরা সারাদেশে বাস টিকিট সংগ্রহ করার সুবিধা পাবেন। বিডিটিকেটস ডটকম সেবাটি বর্তমানে শুধুমাত্র বাস টিকেট সরবরাহ করলেও শিগগিরই অন্যান্য যানবাহনের ক্ষেত্রেও ই-টিকিটিং সুবিধা চালু করা হবে।

অনলাইন টিকিট সেবা বিডিটিকেটস্ ডটকমের মাধ্যমে গ্রাহকরা দেশের ছয়শ'টিরও বেশিসংখ্যক রুটে চলাচলকারী শীর্ষস্থানীয় ২০টিরও বেশি বাস সার্ভিসের টিকিট ক্রয় করতে পারবেন। এই সেবার আওতায় গ্রাহকরা যে কোনো স্থান থেকে, যেকোনো সময়ে শুধুমাত্র বিডিটিকেটস ডটকম ভিজিটের মাধ্যমেই টিকিট ক্রয় করতে পারবেন। বেছে নিতে পারবেন আসনও। অনলাইন এ প্লাটফর্মটি অত্যাধুনিক সিকিউরিটি পেমেন্ট চ্যানেল ব্যবহার করে পরিচলাতি হবে।

বিডিটিকেটস ডটকমে গ্রাহক রুট বাছাই করার পরই সেই রুটে চলাচলকারী সবগুলো বাসের তালিকা চলে আসবে। তারপর গ্রাহক তার ভ্রমণের তারিখ, যাত্রাস্থল ও গন্তব্যস্থল এবং ভ্রমণের জন্য বাস সার্ভিস বাছাই করার পর টিকিটের ভাড়া তার ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড অথবা বিকাশ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারবেন। টিকিট ক্রয় নিশ্চিত হয়ে গেলে গ্রাহকের মোবাইলে একটি নিশ্চিতকরণ এসএমএসে যাবতীয় তথ্যসহ টিকিটের রেফারেন্স নাম্বার পৌঁছে যাবে এবং গ্রাহক সেই এসএমএসটি দেখিয়েই তার যাত্রা শুরু করতে পারবেন। যদি কোন ক্ষেত্রে কোন গ্রাহক ক্রয় করা টিকিটটি বাতিল করতে চান সেক্ষেত্রে তাকে পোর্টালে থাকা 'ক্যান্সেলেশন' বাটনে ক্লিক করতে হবে। সহজ একটি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় টিকে কেনার সময় প্রাপ্ত টিকিটের নাম্বার এবং পিন নাম্বার দিয়ে টিকিট বাতিল করা যাবে। অনুষ্ঠানে রবি'র চিফ কর্পোরেট এবং পিপল অফিসার মতিউল ইসলাম নওশাদ; রবি'র হেড অব ডিজিটাল সার্ভিসেস মোহাম্মদ মনজুর রহমান; হেড অব ক্যারিয়ার বিজনেস অব স্পাইস ডিজিটাল নবঙ্কুর সুদ; কান্ট্রি ম্যানেজার, স্পাইস ডিজিটাল রেজওয়ানুল হক এবং চুক্তিবদ্ধ বাস প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে রবি'র এমডি ও সিইও সুপুন বীরাসিংহে বলেন, "আমাদের উদ্ভাবনীমূলক ডিজিটাল সার্ভিসের সমৃদ্ধ পোর্টফোলিওতে অনলাইন টিকিট সার্ভিস যুক্ত করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। রবি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, ঈদের আগে বাসের টিকিট ক্রয় করতে যে ঝামেলা দেখা দেয় তা দূর করতে ই-টিকেটিং সেবা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আসছে ঈদে ঝামেলামুক্ত ই-টিকেটিং সেবা গ্রাহকদের জন্য রবি'র উপহার। আমি এ গ্রাহককেন্দ্রিক উদ্যোগে অংশ নেয়ার জন্য বাস কোম্পানিগুলোকে ধন্যবাদ জানাই।"

The Daily Star
Date: 22-06-2015 Page 17, Col 5-8 Size 43 Col* Inc

	NUMBER OF AGENTS	NUMBER OF REGISTERED CLIENTS	NUMBER OF TRANSACTIONS	TRANSACTION VALUE
Jan 2013	60,000	5m	10m	$301m
Dec 2013	189,000	13.18m	31.36m	$862m
Jun 2014	414,000	16.7m	44.01m	$1,110m
Dec 2014	541,000	25.2m	74.47m	$1,361m
Feb 2015	543,000	25.87m	76.99m	$1,423m

SNAPSHOTS

$47.44m Value of average daily transactions (as of Feb 2015)

2.57m Number of average daily transactions (as of Feb 2015)

Active customers out of total: **43%**

SOURCE: USAID

Mobile cash transfer hits $1.4b a month

Users say transactions are safe but cost is high: USAID study

MUHAMMAD ZAHIDUL ISLAM

The country's mobile banking sector continues to grow exponentially, scaling a new height in February, according to a study by the USAID.

The total value of monthly transactions made through mobile phones stood at $1.42 billion or Tk 11,104 crore in February, according to the study, 'Mobile Financial Services in Bangladesh'.

Of the amount, cash-in transactions accounted for $595 million, cash-out $523 million and person-to-person $265 million.

Bangladesh has a rapidly growing mobile financial services industry, accounting for more than 8 percent of the total registered mobile money accounts globally, said the USAID.

"All this has happened in less than four years since the launch of the first mobile financial service products in 2011."

Between January 2013 and February 2015, the number of registered clients increased more than five-fold from 5 million to over 25 million.

"But the industry has more options to grow further," said Mahfuzur Rahman, executive director of Bangladesh Bank.

The number of transactions has grown significantly over the past two years, from 10 million in January 2013 to just under 77 million in February 2015.

On average, $47.44 million is transacted daily via mobile phones.

"Lots of people are still out of the banking network and if we can bring all of them under the banking channel this figure will rise faster than in the last two years," Rahman added.

The report is the consolidation of the findings derived from desk research and face-to-face interviews with key mobile financial services providers, telecom operators, technology platform providers, regulators, and USAID health and agriculture project staff and 904 beneficiaries.

A majority of the respondents were interested in using mobile phones for bill payments (77 percent), savings (76 percent), airtime top-ups (70 percent), school fee payments (60 percent) and merchant payments (55 percent).

By large margins, users of mobile financial services or MFS agreed that transactions are safe, easy, and convenient. Some 82 percent of the respondents in the survey certified mobile transactions to be safe but 8 percent of the users have doubt.

Although a majority of respondents noted that MFS saved them money due to lower transaction fees (61 percent), more than a quarter (26 percent) disagreed or strongly disagreed with that statement, which shows that the cost of MFS remains a concern for some users.

Dutch-Bangla Bank, one of the leading mobile financial services providers, said they found that most of their customers do not have their own mobile banking accounts.

"We found that people are mostly using the agents' accounts for transacting money. The banking regulator is concerned about it," said Abul Kashem Md Shirin, deputy managing director of Dutch-Bangla Bank.

The study also mentioned the rapidly growing mobile financial services industry, with at least 10 providers already offering services on the market.

Brac Bank's bKash dominates the MFS space, accounting for more than half of the market, followed by Dutch-Bangla Bank with about one-sixth of subscribers.

The remaining eight providers with live services currently account for around a quarter of the total market share.

The main population target of providers has been the unbanked and under-banked. bKash has played a significant role in creating the market and building awareness to the extent that some people refer to bKash to mean all mobile financial services.

READ MORE ON B3

Mobile cash transfer hits $1.4b a month

FROM PAGE B1

Mahindra Comviva, a mobile financial solutions provider, said Bangladesh is in the leading position in the Southeast Asian nations in terms of MFS.

Kamaljeet Rastogi, global head of business development of Mahindra Comviva, said: "Mobile money is growing at the rate of 30 percent per year and this rate of growth is expected to continue for the next two years and then it should become stable."

"So, we expect the current volume of transaction to double after five years."

NEW AGE
Date:22-06-2015 Page 13, Col 2-4 Size: 26 Col*Inc

Teletalk offering 3G broadband at lower speed

Ahmed Shawki

STATE-RUN mobile phone operator Teletalk is offering 3G broadband internet at 512kbps speed violating the minimum broadband internet speed limit of 1MBps set by the telecom regulator.

Other private mobile phone companies, on the other hand, do not mention the speed of their internet packages while offering to the customers — in an apparent attempt to deceive the customers which is under investigation by the telecom regulator.

Teletalk under its 3G prepaid dongle packages also offer data packages at 256kbps speed which is considered at 2G speed according to the industry standard.

The company's 3G data package, however, offers reaching up to 4MBps.

The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission in 2013 in a notice said that any broadband offer must have at least 1MBps speed; otherwise, it will be counted as narrowband.

'I am not aware of any rule for mandatory 1MBps service for 3G broadband. We offer 512kbps speed and we deliver what we offer,' Teletalk managing director Gias Uddin Ahmed told New Age when asked about the issue.

He said the data packages were designed after the market assessment, 'And we have designed our packages based on the practicality of the country and the customers.'

Meanwhile, Grameenphone, Banglalink, Robi and Airtel have only generic internet packages for customers and do not differentiate between a 2G or 3G subscriber, but they claimed to have separate user base for both the segments.

Although the majority of the country's mobile phone users are under the 2G network, which is a slower data transfer technology than 3G, the mobile operators are charging same prices for packages for both 2G and 3G users.

The BTRC has recently launched an investigation to check how the private operators are designing their data packages and communicating those to the customers.

Continued on B2 Col. 1

Teletalk offering 3G

Continued from B1

'We are working on the issue already. After finishing the assessment we will soon submit a report,' a BTRC official told New Age on Sunday.

As a state-owned company Teletalk launched the country's first 3G service in October 2012 on test-run with a condition that it would pay the auctioned price of the spectrum after the auction was complete.

The government on September 8, 2013 auctioned 3G spectrum when four private operators took part. Grameenphone took 10MHz at a cost of $210 million, and Banglalink, Robi and Airtel took 5 MHz each at the price of $105 million.

BTRC officials said the regulator had several times asked Teletalk to pay its dues but the top management of the mobile phone operator did not even reply to their letters.

আজকের পত্রিকা
নগর সংস্করণ
www.ajkerpatrika.com
Date:22-06-2015 Page: 02, Col 2-4 Size:12 Col*Inc

বিজিবির অনুমতি লাগবে সীমান্তে মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থাপনে

কাজী হাফিজ •

সীমান্তের তিন কিলোমিটারের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য মোবাইল অপারেটরদের বিজিবির অনুমতি নিতে হবে। আর আট কিলোমিটারের মধ্যে এ নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য বিটিআরসির অনুমতি লাগবে। মিয়ানমার সীমান্তে বাংলাদেশের মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক মাদক ও মানবপাচারসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার হচ্ছে– এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিটিআরসি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া সীমান্ত এলাকায় মোবাইল ফোনের বিদ্যমান বিটিএস (বেস ট্রান্সসিভার স্টেশন)-এর সীমান্তমুখী এন্টেনা এমনভাবে রাখতে বলা হয়েছে, যাতে নেটওয়ার্ক কোনোভাবেই সীমান্তের ওপারে না যেতে পারে। বিটিআরসি সূত্র জানায়, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের অনেক স্থানে সীমানা পেরিয়ে যাওয়া মোবাইল নেটওয়ার্ক নিয়ে এ সমস্যা দীর্ঘদিন ধরেই বহাল রয়েছে। রাজশাহী, সাতক্ষীরা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জাফলং, আখাউড়া, হিলি– এসব এলাকায় সীমানা পেরিয়ে এসেছে ভারতের ভোডাফোন, রেলিয়েন্স ও এয়ারটেলের নেটওয়ার্ক। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকার অনেক স্থানেও ভারতীয় এ নেটওয়ার্ক রয়েছে। ২০০৫ সালের দিকে বিটিআরসি এ নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ নিয়েও সফল হতে পারেনি। ওই সময় মোবাইল অপারেটরদের যুক্তি ছিল, সীমান্ত এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক কমিয়ে আনলে দেশের অনেক গ্রাহক মোবাইল ফোন সেবা থেকে বঞ্চিত হবে। এছাড়া সমস্যা সমাধানে ভারতেরও সহযোগিতা প্রয়োজন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় মোবাইল নেটওয়ার্ক সম্পর্কে দুবছর আগে মোবাইল অপারেটর গ্রামীণ ফোন এবং রবি বিটিআরসিকে একটি জরিপ প্রতিবেদন দেয়। বিদ্যমান এ সমস্যাটি দু'সপ্তাহ আগে আবারো আলোচনায় আসে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে মানব ও মাদক পাচারসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবহারের ঘটনায়।

বিজিবি ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার কাছ থেকে এ তথ্য জানার পর ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রাণালয় বিটিআরসিকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বলে। এ বিষয়ে বিটিআরসির সচিব মো. সরওয়ার আলম গতকাল রোববার এ প্রতিবেদককে বলেন, সম্প্রতি মন্ত্রণালয় থেকে সীমান্তে মোবাইল নেটওয়ার্কের এ সমস্যা সমাধানের জন্য বিটিআরসিকে চিঠি দেয়া হয়। বিটিআরসির স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা বিভিাগ এ বিষয়ে বিজিবি, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ও মোবাইল অপারেটরদের সঙ্গে দু'সপ্তাহ আগে বৈঠকে করে। মোবাইল অপারেটরদের বলে দেয়া হয়েছে, তাদের নেটওয়ার্ক যেন সীমান্তের ওপারে না যায়।